দৈনিক ইত্তেফাক

87

তারিখ 2 1 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষক-কর্মচারিসহ ক্লাসরুম সংকটের কারণে

ফুলবাড়ি সরকারি কলেজের সুষ্ঠ শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে

অমর চাঁদগুপ্ত অপু : দিনাজপুরের থানা পর্যায়ের একমাত্র ফুলবাড়ি সরকারি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারি সংকট, ক্লাস রুম অতুলসহ সুষ্ঠ পরিবেশের অভাবে কলেজটির সুষ্ঠ শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৬৩ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়িবাসীর সহযোগিতা এবং এলাকার শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ১৭ একর জমিতে ফুলবাড়ি কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলেজটি প্রতিষ্ঠার দু'যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর কলেজটি সরকারিকরণ করার জন্য এলাকাবাসী বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে দাবী উত্থাপন করতে শুরু করে। ফুলবাড়িবাসীর দীর্ঘদিনের এই দাবীর প্রেক্ষিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ১৯৮৯ সালের ৫ নভেম্বর ফুলবাড়ি কলেজকে সরকারিকরণের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজটি একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয়। কলেজটি ১৯ জন সহকারী অধ্যাপক, ১৬ জন প্রভাষক, ১৯ জন এমএলএসএস, ৪ জন ল্যাবরেটরী পিওনসহ উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের ১৬টি বিভাগ নিয়ে সরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু কলেজটি সরকারিকরণের কিছু দিনের মধ্যে ৭ জন সহকারী অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপকের পদোন্নতি নিয়ে এবং ৬ জন প্রভাষক অন্যত্র বদলী নিয়ে এই কলেজ থেকে চলে যান। একইভাবে ১৯ জন এমএলএসএস-এর মধ্যে ইতিমধ্যে ৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। যার ফলে ফুলবাড়ি সরকারি কলেজের ১৬টি বিভাগের দেড় হাজার ছাত্র/ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২২ জন। এর মধ্যে সহকারী অধ্যাপক ১২ জন এবং প্রভাষক ১০ জন। পদ সৃষ্টির অভাবে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কোন শিক্ষকই যোগদান করতে পারেননি। কলেজটির বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্রের আনুপাতিকহারে হিসাব করলে দেখা যায়, ৬৮ জন ছাত্র/ছাত্রীকে শিক্ষাদানের জন্য রয়েছেন মাত্র ১ জন শিক্ষক। বর্তমানে ফুলবাড়ি সরকারি কলেজের ১৬টি বিভাগের মধ্যে ১০টি বিভাগে ১ জন করে শিক্ষক থাকলেও ব্যবস্থাপনা বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। কলেজের দেড় হাজার ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে শুধুমাত্র বাংলা ও ইংরেজী বিভাগের ১২শ' জন। এই ১২শ' জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১ জন প্রভাষক। অথচ এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ফুলবাড়ি সরকারি কলেজের প্রতিটি বিভাগে ৪ জন করে শিক্ষক থাকার কথা। এর মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ১ জন এবং প্রভাষক ২ জন থাকবেন। এনাম কমিটির এই রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে এই কলেজের ১৬টি বিভাগে ৬৪ জন শিক্ষক নিয়োগ পাবেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পদ সৃষ্টির অভাবে এই কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কোন শিক্ষকই যোগদান করতে পারছেন না। একইভাবে এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের ৪টি ল্যাবরেটরীতে ১২ জন পিওন এবং ৩০ জন এমএলএসএস থাকার কথা। কিন্তু এনাম কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য ৪ জন ল্যাবরেটরীতে পিওন এবং ১৬ জন এমএলএসএস কে দিয়ে কোনমতে কাজ চালাতে হচ্ছে।

ফুলবাড়ি সরকারি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারি সংকটের পাশাপাশি প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক কমনরুম, ছাত্রী কমনসহ ক্লাস রুমের সংকট অত্যন্ত প্রকট। ছাত্রদের জন্য নির্মিত ছাত্রাবাসের নীচতলায় ছাত্রাবাস, দ্বিতীয় তলায় প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক কমনরুম ও তৃতীয় তলায় ক্লাস রুম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্লাস রুমের অভাবে ক্লাসের সময় ছাত্র/ছাত্রীরা রুমের ভিতরে এবং বাহিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্লাস করে থাকে। একইভাবে ছাত্রীদের কমনরুম না থাকার জন্য ক্লাস না থাকলে ছাত্রীরা কলেজের মাঠে এবং গাছ তলায় বিক্ষিপ্তভাবে বসে থাকে। পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে ক্লাস রুমেই পরীক্ষা নিতে হয়। ফলে বছরের প্রায় ৫/৬ মাস কলেজের ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়। এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য নির্মিত বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোতেই বিএসসি ক্লাসের ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস করতে হয়। একইভাবে কলেজটির বাউন্ডারী ওয়াল না থাকার জন্য কলেজ চত্বরেই রিকশা ষ্ট্যান্ড, বাঁশহাটি, গরু/মহিষের হাট, বিভিন্ন দোকান পাট অবৈধভাবে স্থাপনসহ ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের উপদ্রবের কারণে কলেজটির সুষ্ঠ শিক্ষার পরিবেশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

দিনাজপুর সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজের পরেই জেলার থানা পর্যায়ের একমাত্র সরকারি কলেজ হচ্ছে ফুলবাড়ি। যার ফলে দিনাজপুর সরকারি কলেজের পরেই জেলার ছাত্র/ছাত্রীরা ভর্তি হওয়ার জন্য ভিড় জমায় ফুলবাড়ি সরকারি কলেজে। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষক, ক্লাস রুম ও ছাত্রাবাসের অভাবে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে ফুলবাড়ি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মোফাজ্জল হোসেনের সংগে আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করলে তিনি জানান, কলেজটির সুষ্ঠ শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগসহ ক্লাস রুম, ছাত্রাবাস সমস্যা দূরীকরণসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করে জানান, ১৯৯৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজ থেকে ১১ জন বিএসসি (পাস) পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৯ জনই ২য় বিভাগে এবং ১ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তিনি জানান, যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বর্তমান বিরাজমান সমস্যাগুলোর কারণে সুষ্ঠ শিক্ষা কার্যক্রম এবং পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে ফুলবাড়ি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকসহ কর্মচারিদের জন্য নির্মিত হয়নি আবাসিক ভবন। কলেজটি সরকারি হওয়ার পর শুধুমাত্র আবাসিক ব্যবস্থার অভাবে পর্যায়ক্রমে ৪ জন অধ্যক্ষ কলেজে যোগদান করে মাত্র ২/৩ মাসের মধ্যে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।